পরীক্ষা ছাড়াই কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪২ জনের নিয়োগ, তদন্তে জালিয়াতির প্রমাণ

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) বৈজ্ঞানিক সহকারী পদে কোনো পরীক্ষা বা আবেদন ছাড়াই ৪২ জনকে চাকরি দেওয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ ঘটনায় বারির সাবেক মহাপরিচালক ও উপপরিচালকসহ মোট ৪৪ জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে সংস্থাটি।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলার অনুমোদন দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

তদন্তে উঠে এসেছে, ২০১৩ সালে বারি ২০টি শূন্য পদে বৈজ্ঞানিক সহকারী নিয়োগের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়। বাছাই কমিটি ১৮ জনকে যোগ্য ঘোষণা করে নিয়োগ দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে অনুসন্ধানে দেখা যায়, ওই তালিকার বাইরে আরও ৪২ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ২৫ জন লিখিত পরীক্ষায় ফেল করেন, ১৪ জন সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ হননি, আর তিনজন আবেদনই করেননি।

LENS ASIA

দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, তৎকালীন মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল ও উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. মোস্তাফিজুর রহমান পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে এসব নিয়োগ সম্পন্ন করেন।

অভিযুক্ত বৈজ্ঞানিক সহকারীদের মধ্যে রয়েছেন মো. সেরাজুল ইসলাম, এ কে এম মুসা মণ্ডল, মো. মুকুল মিয়া, মো. নুরুল হাসান, সুয়ান কুমার দাসসহ আরও অনেকে। বর্তমানে তারা বারির বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন।

দুদকের পর্যালোচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি।